COAST Trust

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Malteser International

নভেম্বর, ২০২০ **প্রয়াস** **সংখ্যা: ১০**

কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত মালটিজার ইন্টারন্যাশনালের অর্থায়নে কোস্ট একর্ড প্রকল্প। তিন বছর মেয়াদি এই প্রকল্প মায়ানমার হতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমণে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ১০০০ পরিবারের টেকসই আয় বৃদ্ধি, নিজস্ব পারিবারিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি, ৬৫ আত্মনির্ভরশীল সংগঠন তৈরি এবং দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতির সক্ষমতা বৃদ্ধি। পরিবারগুলোর সদস্যদের আয়বৃদ্ধি মূলক কর্ম, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজারের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি, দলগত সঞ্চয়, আত্মনির্ভরশীল সংগঠনের সদস্যদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়াও এই প্রকল্প পরিবারগুলোর নিরাপদ পানি ব্যবহারের পাশাপাশি উপযুক্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। বলিষ্ঠ নারী নেতৃত্ব, দুর্যোগ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলায় জরুরী তহবিল গঠন করবে এবং সেটি তারা নিজেরাই পরিচালনা করবে।

দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই!!

AskMÖnYKvixiv ev¯Íe cÖwkÿY wb‡"Qb|Qwe: wd‡ivRv-GdGd

দক্ষতা উন্নয়নে কোস্ট একর্ড প্রকল্প উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার জনগোষ্ঠীকে কৃষি ও গবাদিপশু পালনের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এ প্রশিক্ষণ নভেম্বর ১৬-৩০, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত চলতে থাকে।

এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো উক্ত জনগোষ্ঠীকে কৃষি ও গবাদি পশু পালনের গুরুত্ব বুঝানো এবং এ বিষয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান দেয়া, তাই এই প্রশিক্ষণটি ছিলো তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নির্ভর। পালংখালি এবং হ্নীলা ইউনিয়নের ১৬ টি দলের ২৪০ জন সদস্যকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর মধ্যে হ্নীলা ইউনিয়নের ৮ টি ও পালংখালি ইউনিয়নের ৮ টি দলকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

পালংখালি ইউনিয়নের তামান্নাহার বেগম বলেন- 'গত জুলাই মাসে আমার দলের সাথে আমিও কৃষিকাজের প্রশিক্ষণ পেয়ে সবজি চাষ করি, যার দ্বারা এখন দিনে ১০০/২০০ টাকা আয় করি'।

myeav‡fvMxiv mewR Pv‡l i Rb¨ wmW‡eW ‰Zwi Ki‡Q|¯'vb-ýxjv,
Qwe-gyiZwmi

সফলতার জন্য চাই দৃঢ় নেতৃত্ব!!

ýxjv BDwbq‡b ‡bZZ¡Dbœqb cÖwkÿb wb‡"Qb Gdwm iwngyòv| Qwe-gbyZwmi

বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গুনেই এগিয়ে যায় একটি দল ,কোস্ট দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে একজন বিচক্ষণ নারীই একটি পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সে লক্ষ্যে নারীদেরকে নিয়ে কোস্ট গঠন করেছে আত্ম-নির্ভরশীল দল। শুধু দল গঠন করেই দায়িত্ব শেষ করেনি ,তাদেরকে নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তারই অংশ হিসেবে নভেম্বর ১৬-৩০,২০২০ তারিখে ঐসকল নারীদেরকে যোগাযোগ ও নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিয়েছে কোস্ট একর্ড প্রকল্প।

অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন কোষাধক্ষ্যসহ প্রতি গ্রুপ থেকে তিনজন করে মোট ৬৫ টি গ্রুপ থেকে ২০০ জন মধ্যে চলতি মাসে ১০০জন অংশগ্রহণ করেন এবং বাকী ১০০জনকে পরর্বতী মাসে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তাদের মধ্যে ৪০জন অংশগ্রহণ কারী ছিলেন টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের এবং ৬০ জন অংশগ্রহণ কারী ছিলেন উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের।

এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণ কারীরা ,ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংগঠন, সংগঠন তৈরীর ফলে জনগনের লাভ পর্যালোচনা করতে পারবে, আদর্শ নেতার বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জেনেছে ,সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন কৌশল জেনেছে এবং করতে সক্ষম হবে।

‡hvMv‡hvM I ‡bZZ¡Dbœqb cÖwkÿY|¯'vb-cvjsLvjx,Qwe-gvgyb

COAST Trust

german cooperation

Malteser International

নতুন দিনের স্বপ্ন দেখছেন রোমেনা আক্তার

রোমেনা আক্তার ও তার আইজিএ

রোমেনা আক্তার, কৈশোর জীবনের সংজ্ঞা না বুঝেই শুরু করতে হয়েছিল তাকে জীবন সংগ্রাম। রোমেনার জন্ম টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের পানখালী গ্রামে ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে। অভাবের সংসারে মাত্র ১৪ বছর বয়সে রোমেনার বিয়ে হয় দিনমজুর মনোয়ার হোসেনের সাথে । বিয়ের পরপরই রোমেনাকে তার স্বামী নির্যাতন শুরু করে এবং মাত্র দুই মাসের মধ্যে তার গায়ে হাত তোলে।

এর মধ্যে রোমেনার কোল জুড়ে আসে দুটি জমজ মেয়ে সন্তান। মেয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে রোমেনার উপর নির্যাতনের মাত্রাটা আরও বেড়ে যায়।কোন কারণ ছাড়াই স্বামী মনোয়ার হোসেন রোমেনাকে নির্যাতন করত।

শুধু সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য সবকিছু সহ্য করে আসছিলো কিন্তু হঠাৎ একদিন মনোয়ার হোসেন রোমেনাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। গরীব বাবার সংসারে রোমেনা চলে আসায় রোমেনাকে প্রচুর আর্থিক সংকটে পড়তে হয়। বাবার অভাব অনটনের সংসারে সাহায্য করার জন্য রোমেনা মানুষের বাসায় বাসায় গিয়ে কাজ করা শুরু করেন,এভাবে কেটে যায় কিছু দিন।

২০১৯ সালের শেষের দিকে রোমেনা আক্তার যুক্তহন কোস্ট একর্ড প্রকল্পের সাথে। রোমেনা একর্ড প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক ও প্রাণী সম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে রোমেনা বাড়ির চারপাশে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির চাষ করেন। এরপর বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি বিক্রি করে বাড়তে থাকে তার আয়ের উৎস।
ইতিমধ্যে রোমেনার জীবনে আশার আলো হিসেবে পাওয়া কোস্ট ট্রাস্ট থেকে দেওয়া ৭৭০০/- টাকা দিয়ে সেলাই মেশিন ক্রয় করেন।রোমেনা এখন প্রতিবেশিদের বিভিন্ন কাপড় সেলাই করেন।
এতে তার প্রতিদিন আয় হয় ১০০/২০০ টাকা। ঘুরতে শুরু করে রোমেনার ভাগ্যের চাকা। রোমেনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এলাকায় একটি টেইলার্সের দোকান দেয়া এবং এলাকার মেয়েদেরকে টেইলার্সের প্রশিক্ষণ দেয়া। রোমেনার দুই মেয়ে ৫ম শ্রেণিতে পড়ছে ।

অধিক তথ্যের জন্য:
tumpa.coast@gmail.com
www.coastbd.net

করোনার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কাজ করছে রাবেয়া

রাবেয়া বেগম ও তার সম্পদ। ছবি: রোকেকা বেগম

এক সংগ্রামী নারীর নাম রাবেয়া বেগম, যিনি পালংখালী ইউনিয়নের উত্তর রহমতের বিল গ্রামে বাস করেন। তার স্বামী ক্ষুদ্র ব্যবসার উপর নির্ভরশীল তার পরিবার, স্বামীর অল্প আয়ে ভালোই চলছিলো তার জীবন।
২০২০সালের শুরুর দিকে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর ক্ষতির সম্মুখীন তার পরিবারও রয়েছে। করোনার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে তার স্বামীর ক্ষুদ্র ব্যবসা যাতে অর্থ সংকটে পড়ে তার পরিবার।
করোনাকালীন পরিস্থিতিতে কোনো আয় না থাকায় পরিবার চালানোর জন্য তার সঞ্চয় বা জমা টাকাও শেষ হয়ে যায়।
কিভাবে সংসার চলবে তা নিয়ে দিশেহারা রাবেয়া বেগম ,এমন অবস্থায় রাবেয়ার পাশে দাড়াঁয় কোস্ট ট্রাস্ট-একর্ড প্রকল্প। করোনাকালীন তার ক্ষতি পোষিয়ে নিতে কোস্ট ট্রাস্ট-একর্ড প্রকল্প হতে ৭৭০০টাকা মোবাইল ব্যাংকিং নগদ এর মাধ্যমে প্রদান করেন।
প্রাপ্ত টাকা হতে ছাগল ক্রয় ও কিছু সংসারের জন্য খরচ করেন। ইতিমধ্যে তার ছাগল দুটি বাচ্চা দিয়েছে। ইতিপূর্বে তিনি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ,তার বাস্তবায়নের জন্য শাক-সবজির চাষ শুরু করেছেন।

মাসভিত্তিক লক্ষ্য ও অর্জন- নভেম্বর, ২০২০ ইংরেজি

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
১	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (কৃষি ও গবাদিপশু পালন)	১৫	১৫
২	এস আরজি পর্যায় যোগাযোগ ও নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৫	৫
৪	মাসিক সভা	১	১
৫	সাপ্তাহিক সভা	৪	৪

COAST has Special Consultative Status with UN ECOSOC and Certified by hqai-Geneva